দৈনিক স্টেটসম্যান
৩১ চৈত্র ১৪৩১ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৮৪

মাংসের পর মাছ

বহু জাতি বহু ভাষী ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অস্তিত্বই স্বীকার করে না সঙ্ঘবাহিনী ও বিজেপি। যারা অভিন্নতা চাপাতে চায় সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের নামে তারা শুধু মুসলিম, খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মের মানুষের সংস্কৃতিকেই অস্বীকার করে না, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বহু সংস্কৃতিকে মানতে চায় না। তাই গরুর মাংস নিষিদ্ধ হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। গরুর মাংস খাওয়ার অভিযোগে, ব্যাগে অথবা ফ্রিজে গরুর মাংস রাখার অভিযোগে পিটিয়ে হত্যার একের পর এক ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানাতে। এমনকি বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রমণের শিকার হয়েছে। এখন শুধু গরুর মাংসে নিষেধাজ্ঞা সীমিত রইল না, মাছ খাওয়ার ওপরও আক্রমণ নেমে এসেছে।

কিছুদিন আগেই গেরুয়া পোশাকে কয়েকজন দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের বাঙালিদের কলোনির পার্শ্ববর্তী দোকানিদের হুমকি দিয়ে বলে, পাশে কালীমন্দির, অতএব এখানে মাছের দোকান করা যাবে না, কারণ এটা নাকি সনাতন ধর্মের বিরোধী। প্রথমে উপলক্ষ ছিল রামনবমী, কিন্তু তারপরেও দোকান খুলতে দেওয়া হচ্ছে না। সত্তর দশকের শুরুতে বাজারটি তৈরি হয়। বাসিন্দাদের প্রয়োজনেই মাছ, সবজি, মিষ্টি, মুদির দোকান, সেলুন, রেডিমেড পোশাক ইত্যাদির দোকান তৈরি হয়। যাদব নামে একজন বাজারের সঙ্গেই এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। দোকানদাররাও মন্দির তৈরিতে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। পরে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ) পুরো বাজারটি ভেঙে ফেলে। নতুন করে বাজার তৈরি হয়। মাছের দোকানের জন্য জায়গা দেওয়া হয়। লাইসেন্স আছে ব্যবসায়ীদের। মন্দিরের জন্যও একটি জায়গা দেওয়া হয়। আগে মন্দিরটি ছোট ছিল। ক্রমশ এলাকার স্থআয়ী বাসিন্দারা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ক্রমশ তা বিরাট আকার নেয়। কিন্তু মাছ এবং দেবদেবীর পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ অবস্থানে কোনওদিন সমস্যা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের জেরে একই রকম খাবার, পোশাক, ভাষা, বিয়ে, সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় যাঁরা ভারতের মধ্যে বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী, তাঁরা গভীর সংকটে পড়েছেন।

মাছের দোকান বন্ধ করতে আসা হিন্দুত্ববাদীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন স্থানীয় মানুষজন। বাংলায় কালীপুজোয় আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। অসমের কামাখ্যা মন্দিরেও মাংস দেওয়া হয়। সঙ্গে আরও বলা হয়, বাজারটি বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা নয়, দিল্লি উন্নয়ন অথরিটি দ্বারা অনুমোদিত। স্রেফ গায়ের জোরে সাম্প্রদায়িক শক্তি দিল্লিতে মাছ নিষিদ্ধ করতে আসরে নেমেছে। যেনতেন প্রকারে ওরা 'হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুত্ব' কায়েম করতে উঠেপড়ে লেগেছে।'

মাছের দোকান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি নতুন হলেও রাজধানীর আশপাশের এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে সংস্কৃতি ও খাদ্যাব্যাসের উপরে আক্রমণ বাড়িয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। এখানে দশেরা, রামনবমী ইত্যাদি পালন করা হলেও বাঙালিদের কাছে দুর্গাপুজোর উৎসবই মুখ্য। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের মতোই দিল্লি-এনআরসি'র বাঙালিরাও আমিষ খাবারই পছন্দ করেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এই সব এলাকায় সর্বজনীন পুজো কমিটিগুলিকে পুজোর অনুমোদন দেওয়ার আগে কার্যত মুচলেকা দিতে হচ্ছে যে, পুজোর সময় স্টলে তারা আমিষ খাবার রাখতে দেবে না। এই সময় মাংসের দোকান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হুমকিও দেওয়া হচ্ছে. মুসলিমদের থেকে হামলার অভিমুখ এবার ধর্মনির্বিশেষে বাঙালিদের খাদ্যাভ্যাসের ওপরে, সংস্কৃতির ওপরে। সাম্প্রদায়িকতার বিপদ এখানেই, তা কোনও উদারতা বা সহনশীলতা শেখায় না। অপরের সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ জাগিয়েআধিপত্য কায়েম করতে শেখায়।

খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার কিংবা পোশাক বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। মাছ বাঙালিদের শুধু খাদ্য নয়, বাঙালির সংস্কৃতিরও প্রতীক। পরিকল্পিতভাবে তাকে হেনস্থা করা কিংবা অপমান করার পিছনে আরএসএস-বিজেপির স্পষ্ট ইন্ধন বুঝিয়ে দিচ্ছে বিপদটা অন্যত্র।

সিদ্ধিদায়িনী শীতলা মায়ের পুজো

হাওড়া দাশনগর কাশীপুর যুব গোষ্ঠীর উদ্যোগে ও আয়োজনে এবং শীতলা মন্দির মহিলা সমিতির পরিচালনায় শুক্রবার মহাধুমধামে নবনির্মিত শীতলা মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের পর এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলা মায়ের পুজো হলো শনিবার হাওড়া দাশনগর কাশীপুরে। বারোজন ব্রাহ্মণ দ্বারা চারটি হোম যজ্ঞের পর এখানকার শীতলা দেবীর নামকরণ হয় সিদ্ধিদায়িনী শীতলা মা। এই শীতলা পুজো উপলক্ষে উদ্যোক্তারা বিশাল অন্নকুট উৎসবের আয়োজন করেন। সোমবার প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্ত এই অন্নকুট উৎসবে যোগদান করে অন্নপ্রসাদ গ্ৰহণ করেন এদিন। কাশীপুর যুব গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য যে ভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নবনির্মিত মন্দির ও মূর্তি স্থাপন থেকে শুরু করে শীতলা পুজো ও অন্নকুট উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলেন সত্যিই প্রশংসনীয়। এছাড়া শীতলা মন্দিরের মহিলা সমিতির ছোট থেকে বড়োরা প্রত্যেকেই সমান ভাবে পুজোর কাজ করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কলকাতার প্রখ্যাত নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সৃজন ছন্দ' শ্রদ্ধেয় গুরু পদ্মবিভূষণ শ্রী কেলুচরণ মহাপাত্র-এর ২১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে উৎসর্গীকৃত একটি সন্ধ্যা 'গুরু স্মরণম ২০২৫' প্রদান করেছে। জাঁকজমক ও নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠানটি ছিল ঐতিহ্য, শিল্পকলা এবং ওড়িশী নৃত্যের কিংবদন্তি শিল্পীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার এক উল্লেখযোগ্য সঙ্গম। সন্ধ্যাটি শুরু হয় অর্কদেব ভট্টাচার্যের উষ্ণ ও অনর্গল স্বাগত বক্তৃতার মাধ্যমে, যা স্মরণীয় সমাবেশের জন্য এক অনবদ্য সুর তৈরি করে। গুরু গীতা চন্দ্রন, বিদুষী সুজাতা মহাপাত্র এবং শ্রীমতী লুনা পোদ্দার সহ সম্মানিত অতিথিদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানে মর্যাদার আভা যুক্ত করেছিলেন। উদ্বোধনী পুষ্পাঞ্জলি এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁদের সদয় অংশগ্রহণ গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের উত্তরাধিকারের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটায়। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল গুরুজির বিশিষ্ট শিষ্য শ্রী রাজীব ভট্টাচার্যের বহু প্রতীক্ষিত একটি বই প্রকাশ। বইটি, ওড়িশীর মূল ধারণাগুলির একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং কাঠামোগত রূপরেখা, যা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীমতী শর্মিলা বিশ্বাস এবং ডঃ মহুয়া মুখার্জি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের দ্বারা উন্মোচন করা হয়েছিল। এই প্রকাশনাটি ওড়িশীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠবে, যা শিল্পরূপটি বোঝার ক্ষেত্রে স্পষ্টতা এবং গভীরতা প্রদান করবে। এই সন্ধ্যার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শকদের উপর একটি অবিস্মরণীয় ছাপ ফেলেছে। বিদুষী সুজাতা মহাপাত্রের 'মাণিক্য বীণা "এবং' সখী হে"-এর উপস্থাপনা ছিল প্রযুক্তিগত সূক্ষ্মতা এবং আবেগপূর্ণ গভীরতার এক দুর্দান্ত সমন্বয় প্রদর্শন, যা তাঁর গুরুর কালজয়ী শিল্পকলার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। গুরু গীতা চন্দ্রনের উপস্থাপনায় 'ঋতু সংহার' এরশ্লোকগুলি ছিল, যা বসন্ত ঋতুর প্রাণবন্ত সারমর্মকে ধারণ করে, তারপরে বাল্মীকি রামায়ণ থেকে সীতার প্রতি রাবণের মোহের একটি আকর্ষণীয় চিত্র-একটি অভিনয় যা কাব্যিক তীব্রতার সাথে অনুরণিত হয়।

বৈচিত্র্যপূর্ণ ঠুমরি উৎসব

গত ২২ ও ২৩ মার্চ আই.টি.সি. সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির দু'দিনব্যাপী 'ঠুমরি ফেস্টিভ্যাল' অনুষ্ঠিত হল অ্যাকাডেমির প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের শুরু আলি আহমেদ পুত্র হাসান হায়দরের সানাইবাদনের মঙ্গলধ্বনিতে। সন্দীপ ব্যানার্জির দক্ষ তবলা সহযোগিতায় তাঁর পরিবেশন 'ভীমপলশ্রী' (ত্রিতাল মধ্যালয়/দ্রুত ত্রিতাল/ঝালা), 'আপ্পাজী'-র (গিরিজা দেবী) একটি কমপোজিশন এবং শেষে ধুন। বাদনকৌশলে শব্দ নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত তানকারী ও ঝালায় শিল্পী দেখিয়েছেন মুন্সিয়ানা। প্রতিষ্ঠানের গুরু অভিজ্ঞ শিল্পী শুভ্রা গুহ ঠুমরি, দাদরা ইত্যাদি পরিবেশনের যথার্থতায় প্রাণবন্ত করে তুললেন তাঁর অনুষ্ঠান। খানদানী গায়নশৈলীতে কাফী ঠুমরিটি কহনের সৌন্দর্যে, সঠিক চলনে, অভিব্যক্তিতে ছিল নিখুঁত। লালন পিয়ার চমৎকার বন্দীশটি রাম-সীতার হোলি খেলা নিয়ে। কহনের ভাবময় প্রকাশ নিয়ে পরজ-কালিংড়া ঠুমরি (ত্রিতাল) মিশ্র পিলু ও মাজ-খাম্বাজ দাদরা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তাঁর সহযোগী সুন্দর তালিমপ্রাপ্ত ছাত্রীদ্বয় সংযুক্তা বিশ্বাস ও সাবিয়া মুমতাজ ইসলামের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

বিখ্যাত মার্গ ও লোকসঙ্গীত শিল্পী মালিনী অবস্থি তাঁর সপ্রতিভ, অনায়াস গায়নশৈলীতে মুগ্ধ করলেন শ্রোতাদের। উদাত্ত কণ্ঠে ঠুম্ রি, চৈতী, হোলী বন্দীশ, শোরী মিঞার কাফি টপ্পার অনন্য ও প্রাণোচ্ছল পরিবেশন প্রভূত আনন্দ দিয়েছে শ্রোতাদের। শিল্পীর স্বরক্ষেপণের চমৎকার কৌশল, 'ভাও বতানা', 'কহন' নিয়ে 'ছেড়ছাড়', বাচনভঙ্গি, গানের লাস্য-- সব গায়নশৈলীতে উদ্ভাসিত। আপ্পাজীর কাছে শেখা প্রথম দাদরা সমর্পিত গুরুকে। সহযোগী শিল্পী যদি থাকেন 'বেনারস' ঘরানার 'তবলা-নওয়াজ' কুমার বোস, স্বভাবতই অনুষ্ঠানটিতে যোগ হয় বিশেষ মাত্রা। সঙ্গে উৎকৃষ্ট হারমোনিয়াম সহযোগিতা ছিল ধরমরাজ মিশ্রর। ব্রজেশ্বর মুখার্জির সুরেলা কণ্ঠে অনায়াস, পরিচ্ছন্ন পরিবেশন উস্তাদ বড়ে গুলাম আলির বিখ্যাত মিশ্র তিলং ঠুমরি 'যাদু ভরে তেরে ন্যায়না' ও 'য়াদ পিয়া কি আয়ে' এবং আপ্পাজী রচিত 'মধ্যম সে পিলু' হোরী ঠুমরি। তবলায় নবপ্রজন্মের ঈশান ঘোষ দেখিয়েছেন তালিমগত নৈপুণ্য। নবপ্রতিভা আয়েষা মুখোপাধ্যায় চর্চিত কণ্ঠে শোনালেন মিশ্র মাজ-খাম্বাজ ঠুমরি, হোলী ঠুমরি ও হোরী দাদরা। ঈশান (তবলা) ও হারমোনিয়মে জ্যোর্তিময় ব্যানার্জি রেখে গেলেন অনেক সম্ভাবনাময় মুহূর্ত।

দ্বিতীয় দিনের অন্তিম শিল্পী সুনন্দা শর্মা শ্রোতাদের কাছে এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। আপ্পাজীর শিষ্যা গুরুর কাছে শেখা কিছু দুর্লভ রচনা সমর্পণ করলেন গুরুকে। তাঁর গায়নশৈলীর পারদর্শিতায় মিশ্র খাম্বাজে 'বোল বানাও' ঠুমরির ভাব সুচারুরূপে ব্যক্ত। এরপর ছিল অতি প্রাচীন একটি ঠুমরি যার রূপে রয়েছে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। রামলীলার আধারে আকর্ষণীয় বন্দীশটির (বলো রে সুনি/ত্রিতাল) কথায় পাওয়া যায় ব্যদ্যযন্ত্র, শৃঙ্গার, দেবদেবী ইত্যাদির বর্ণনা। ফার্সি-উর্দুর মিশ্রণে চমৎকার টপ্পার ('সদমে জানি য়ার'/আধ্বা) পর বিরহের ঠুমরিটিতে (সোহিনী/তেওড়া) ছিল অভিব্যক্তিপূর্ণ বোলের বৈচিত্র্যময় কহন। চৈত্র মাসের বর্ণনামূলক চৈতির পর হোলী বন্দীশে শেষ হয় অনুষ্ঠান। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বংশীবাদক ষড়জ গোরখিণ্ডি পরিশীলিত বাদনকৌশলে পরিবেশন করলেন মিশ্র খাম্বাজ (দীপচন্দী), সোহিনী (আদ্ধা), মিশ্র পিলু (বিলম্বিত ত্রিতাল) ও মিশ্র পাহাড়ী ঠুমরি। ষড়জের গায়কী অঙ্গে কোমল, সৌন্দর্যময়, অনায়াস বাদনকৌশলে শব্দক্ষেপণ ও নিয়ন্ত্রণ, মীড় ইত্যাদির কাজ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। দেবজিৎ পতিতুণ্ডির তবলাবাদনের কুশলতা অনস্বীকার্য।

নবপ্রজন্মের অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী শুভ্রা গুহর শিষ্যা মৌপালী চৌধুরী সুদক্ষ সহযোগী শিল্পী অশোক মুখার্জি ও রূপশ্রী ভট্টাচার্যর তবলা ও হারমোনিয়ম সহযোগিতায় শ্রোতাদের উপহার দিলেন এক আত্মবিশ্বাসী, পরিচ্ছন্ন ও মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান। সুরেলা খোলা গলায় খাম্বাজ হোরী ঠুমরি, স্বচ্ছ দানা কাজে ও স্বরক্ষেপণের সৌন্দর্যে শোরি মিঞার টপ্পা এবং কহনের অভিব্যক্তি নিয়ে যথার্থ গায়নশৈলীতে দাদরা ছিল উপভোগ্য। রাগেশ্রী দাস পরিবেশন করলেন ঠুমরি, দাদরা, চৈতী আধারে লোকগীত ও একটি প্রচলিত বন্দীশ। শিল্পীর প্রচেষ্টা ছিল কহন নিয়ে অভিব্যক্তি ও স্বরক্ষেপণের কৌশল প্রদর্শনের। সমগ্র অনুষ্ঠানে অন্যান্য সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন গোপাল মিশ্র (তবলা), দিলশাদ খান, আল্লারাখা কলাবন্ত, সরবর হুসেন (সারেঙ্গী), রাম কুমার মিশ্র (তবলা), হিরণ্ময় মিত্র (হারমোনিয়ম)। অজয় চক্রবর্তীর পরিকল্পনায় প্রথম ঠুমরি ফেসিটভ্যাল নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার শরদিন্দু দত্ত। অজয় চক্রবর্তীর বক্তব্যে ছিল সংক্ষেপে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, গিরিজা দেবীর তালিম এবং জানালেন যে ঠুমরিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই উৎসব।

বঙ্গদর্পণ

সাজ অউর আওয়াজ

বিশ্বখ্যাত তবলাবাদক পণ্ডিত অভিজিত ব্যানার্জির প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নাম 'ধ্বনি আকাডেমি অফ পার্কাশান মিউজিক'। ২০০১ সালে এটির যাত্রা শুরু হয়। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী জেলা, ভারত এবং বিদেশে লস এঞ্জেলস, নিউ ইয়র্ক, সান ফ্রান্সিস্কো এবং ফোনিক্স শহরে শাখা বিস্তার করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই সংস্থার দুদিনের শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান "সাজ অউর আওয়াজ"। এবারের অনুষ্ঠানে পণ্ডিত শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত তারক সাহা, উস্তাদ জাকির হোসেন এবং ওস্তাদ আশিস খাঁকে শুরুতেই স্মরণ করা হয়। তারপর ছিল মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। পন্ডিত অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্থার অন্যান্যরা সম্মিলিতভাবে এই কাজটি সুসম্পন্ন করলেন। এরপর শুরু হল গান-বাজনার অনুষ্ঠান।

uary, 2025 at 6:00 P.M.
&
uary, 20 P.M.
dan, Be lkata
In association with
Orient Day School

শুরুতেই ছিল সমবেত তবলা। ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল বেহালার ছাত্ররা এই পরিবেশনায় অংশ নেন। যারা ছিলেন- প্রসেনজিৎ ভৌমিক, ঋতুরাজ মান্না, নেপাল সিং, রনিত বসাক, সায়ন মন্ডল এবং দীপ সাহা। পরিচালনায় করেন পল্লব ঘোষ। শুভাশিস মুখোপাধ্যায় কণ্ঠসঙ্গীতে পরিবেশন করেন রাগ মারু-বেহাগ। বসন্ত ঋতুর কারণে এই চয়ন বলে জানালেন। তাঁর গুরু পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী রচিত বন্দিশ (বিলম্বিত) "এরি অজহুনা আয়ে" (ত্রিতাল) গেয়ে ভালো লাগান। এরপর দ্রুত "ব্রিজ মে ধুম মাচি" গাইলেন। সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী রচিত একটি পুরানো বন্দিশ বাহার রাগে (আড়া চৌতাল) গাইলেন। যেটিও পরিবেশন গুণে মুগ্ধ করে। সহযোগ প্রদান করেন— উচ্ছল বন্দোপাধ্যায় (তবলা) ও রঞ্জন মুখোপাধ্যায় (হারমোনিয়াম)। এদিনের শেষ পর্বে ছিল বিদুষী মিতা নাগের সেতার । নির্বাচন করেছিলেন রাগ জয়জয়ন্তী; আলাপ-জোড়-ঝালা; তারপরে ছিল গতকারি। বিলম্বিত গত (ত্রিতাল) আধারে। তার সুমধুর সুরেলা উপস্থাপনা বাকরহিত করে দেয়। মধ্যলয়ে তিনি চয়ন করেছিলেন রাগ কাফি। পরে ছিল দ্রুত ও পরিশেষে ঝালার উপস্থাপনা। তবলায় অনন্য সহযোগ প্রদান করেন ইন্দ্রনীল মল্লিক।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নকালীন সময়ে শুরু হয় অধিবেশন। কথক নৃত্য পরিবেশনা সন্দীপ মল্লিক কর্তৃক। বিশিষ্ট এই নৃত্যশিল্পী রবীন্দ্র নৃত্য দিয়ে সূচনা করেন। তারপর একে একে পরিবেশন করলেন নাদ বন্দনা, কথকের পরম্পরিক কিছু পরিবেশনা- (বসন্ত কালকে মাথায় রেখে রাগ বসন্ত আধারে) ঠাট, আমোদ, উঠান, অনাগত, গিনতি, বোল, ঠেকা প্রভৃতি। নানক জি কা হোলি "হোলি কি নি সন্ত সেবা" পরিবেশন করেন । পরে সাতমাত্রার তৎকার দেখালেন। এই পরিবেশন পর্বে সহযোগীতায় ছিলেন- সুবীর ঠাকুর (তবলা), সুনন্দ মুখার্জী (সরোদ), অনিরুদ্ধ মুখার্জি (কণ্ঠ), জয়দীপ সিনহা (তবলা)। এরপর পন্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ স্মরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সমপ্রিয় গোস্বামী শ্রীখোল বাজনা পরিবেশন করলেন। তাল চয়ন করেছিলেন দাসপেরে (আট মাত্রা, খুলি মুদি করে ষোলো মাত্রা)। নগমা রেখেছিলেন হিরনময় ঢালী। এরপর বিশিষ্ট সরোদবাদক ও গুরু আবির হোসেন রাগ হংস-কিংকিনী পরিবেশন করেন। জানিয়ে রাখা ভাল যে, এটি খুব একটা প্রচলিত রাগ নয়। বলা যেতে পারে একটি যৌগিক রাগ (ভীমপলাশী ও যোগের মিশ্রণে তৈরি)। প্রথমে আলাপ, তার পরে গত। বিলম্বিত (ত্রিতাল) রাগ বিন্যাস, পরে দ্রুতে যান। তবে মধ্য থেকে ধীরে ধীরে দ্রুতের দিকে অগ্রসর এবং শেষে ঝালা পরিবেশনায় ভালো লাগান। তবলায় সহযোগিতা দেন পন্ডিত অভিজিৎ ব্যানার্জীর শিষ্য ভেঙ্কটেশ ডি.সি.। এরপরে ছিল আরেকটি যন্ত্র সারেঙ্গীর উপস্থাপনা। মুম্বাই নিবাসী এই শিল্পী পরিবেশন করলেন রাগ সরস্বতী। আলাপ- জোড় দিয়ে শুরু । কিছু তানকারি, পরে ছিল দুটি গত যা তিনি তাঁর খ্যাতিমান দাদামশায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন। বিলম্বিত গত (ত্রিতাল), পরে দ্রুত গত (ঝাঁপতাল)। সাপাট তানের সুপ্রয়োগে ভালো লাগান। শেষ করেন মিশ্র পিলু রাগে পরিবেশনায় যেটির সঙ্গে জুড়েছিলেন রাগমালা (এটাও শেখা দাদামশায়ের কাছে !) (ত্রিতালে)। তবলায় সহযোগ দেন অভিজিৎ ব্যানার্জির অপর শিষ্য দিপিন দাস এ. টি.। আর এই সন্ধ্যার শেষ আকর্ষণ ছিল যেন অন্তিম লগ্নে। বেনারস ঘরের বিশিষ্ট তবলাবাদক পন্ডিত সঞ্জু সহায় এককে তবলাবাদন উপস্থাপন করেন। প্রথামাফিক উঠান দিয়ে শুরু করেন। কায়দা পাল্টা, রেলা, ঠেকা কম্পোজিশন ইত্যাদি নিবেদন করেন। বেনারস আঙ্গিকের বাট শোনান। অসাধারণ এবং ভীষণই উপভোগ্য এই বাজনায় নগমা রেখেছিলেন হিরন্ময় মিত্র। দুদিনের এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন কৌশিক সেন। আয়োজনে যৌথ সহযোগিতা করেছিল- ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর ও সংগীত নাটক একাডেমি।

প্রকাশিত হল 'কবিতায় সুন্দরবন'

গত ১৬ মার্চ রবিবার কলকাতায় কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হল 'কবিতায় সুন্দরবন'। এটি সুন্দরবন বিষয়ক একটি কবিতা সংকলন। সম্পাদনা করেছেন শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, কবি তথা সুন্দরবনের ভূমিপুত্র অমল নায়েক। বৃক্ষবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রবীণ কবি দেবাঞ্জন চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিল্পী পাপিয়া মিত্র। কবি বিমল ঘোষের 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা' আধুনিক কবিতার গীতিরূপ, যার সুর দিয়েছেন সলিল চৌধুরী, এই আধুনিক কবিতার সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী বিকাশ মহাকুড়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতে না পারলেও অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে সুন্দর একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসি বসু, অংশুমান চক্রবর্তী, সৌমিত বসু, নির্মল করণ, শ্যামল বিশ্বাস, অবশেষ দাস, বরুণ চক্রবর্তী, শাকিল আহমেদ প্রমুখ কবিরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কবি উত্থানপদ বিজলী, গুরুপ্রসাদ মাহান্তী, আসাদ আলী, স্বপন কুমার বিজলী, বাদল সরকার, নিতাই মৃধা, কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুদামকৃষ্ণ মন্ডল, হিমাংশু মিস্ত্রি, ব্রজেন ধর, পিনাকি দত্ত, সাবিনা ইয়াসমিন ও বিশ্বনাথ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ছিল কবিতাপাঠ, মনোগ্রাহী আলোচনা ও সম্মাননা প্রদান। প্রকাশিত গ্রন্থে কবিতার মাধ্যমে জানা যাবে সুন্দরবনের নানা অজানা বিষয়কে। ১১২জন কবির কবিতায় সুন্দরবনের মানুষের সুখ, দুঃখ, কান্না, ব্যাথা, বেদনা, বিরহ ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। ১৩৬ পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন কবি বিশ্বজিৎ মিত্র। সুন্দরবনকে নিয়ে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও সুন্দরবনকে নিয়ে শুধুমাত্র কবিতা সংকলন সম্ভবত এই প্রথম প্রকাশিত হল, এ দিক দিয়ে সম্পাদক নতুন দিশা দিলেন। সম্পাদক অমল নায়েক তার বক্তব্যে বলেন, কবিতার মাধ্যমে সুন্দরবনের নদী-খাঁড়ি, নদীবাঁধ, বাদাবন, জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণ, জনজীবন, জীবন সংগ্রাম, বাঘে-মানুষে লড়াই, বাঘ বিধবাদের কান্না, সুন্দরবনের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এককথায় প্রশংসনীয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন প্রবীর রঞ্জন মন্ডল, নীলাঞ্জনা পাত্র, মৈত্রেয়ী দেবনাথ ও ননীগোপাল সরদার।

"কবিতায় সুন্দরবন"

ভবানীপুর মৃত্তিকার প্রবাহ

বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ও গুরু রীণা জানার সংস্থা ভবানীপুর মৃত্তিকা আয়োজন করলো "প্রবাহ ২০২৫" অনুষ্ঠানের। জ্ঞানমঞ্চে যেটি হলো উৎসবমুখর ঈদ-উল-ফিতর-এর সন্ধ্যাবেলায়। প্রথমাফিক প্রভু বন্দনা 'পুষ্পাঞ্জলি' দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে; এটি আসলে একটি জগন্নাথ বন্দনা যা নান্দনিকভাবে পরিবেশন করেন রীণার ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেতভাবে। এরপর ছিল 'দশাবতার' নৃত্য উপস্থাপনা। নাম থেকেই মালুম হয় ভগবান কৃষ্ণের দশখানি অবতার উপস্থাপনা দেখানো হয়েছে (রাগ মোহনা, তাল অর্ধঝম্প) । এই সন্ধ্যায় তিনজন অতিথি শিল্পীর নৃত্য পরিবেশনা রাখা হয়েছিল যেগুলি আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। সর্বপ্রথম ছিল বিদুষী রূপশ্রী মহাপাত্রের "মাহিরি নৃত্য" পরিবেশনা। আমরা যাদের দেবদাসী বলে জানি, পাশ্ববর্তী ওড়িশা রাজ্যে তাদেরকেই মাহারী বলে ডাকা হয়। প্রথমে ছিল তাঁর একক গীতগোবিন্দ থেকে পরিবেশনা এবং পরে কন্যা দেবরূপা দাশগুপ্তকে নিয়ে "মধুর বচন কহন্তী মোহন" (বনমালী দাসের রচনা) দ্বৈত নৃত্য উপস্থাপনা। এরপর রাখা ছিল গুণীজন সম্বর্ধনা পর্ব । মঞ্চে বিশিষ্ট অভিনেতা - সাংবাদিক - নৃত্যশিল্পী প্রমুখজনদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হলো সংস্থার পক্ষ থেকে। শোনা গেল তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। আবারও অনুষ্ঠানে ফেরা ! রীণার দুই ছাত্রী সুচেতা সরকার ও অনীশা মন্ডল নিবেদন করলেন "শঙ্করভরণম পল্লবী"। এরপর ছৌ নৃত্য (সরাইকেল্লা ছৌ নৃত্য) উপহার দেন অতিথি শিল্পী শুভম আচার্য। "ময়ূর" নামের নৃত্যপর্বটি অবাক বিস্ময় উপহার দিলেন, যেটি রাগ মেঘ ও পাহাড়ীর সম্মিলনে তৈরি (তাল আট মাত্রা)। ছিল সবিশেষ উপভোগ্য। এরপর দেখা গেল আরেক অতিথি শিল্পী কাকলি বোসের একক ওড়িশি নৃত্য। তিনি পরিবেশন করলেন "পল্লবী" (রাগ দেশ, তাল একতালি) এবং পরে ছিল অভিনয় "সখী হে" (রাগ পাহাড়ী, তাল যতি)। ভীষণই উপভোগ্য এই পরিবেশনার পর গুরু রীণা জানার শিষ্য সঞ্জয় সাউ এককে পরিবেশন করলেন "স্বাভিনয়"। এরপর অতিথি শিল্পী শুভম আচার্য ছৌ নৃত্যে আরেকটি নৃত্য পরিবেশন করলেন। আর, অনুষ্ঠানের সমাপন লগ্নে ছিল এই সন্ধ্যার অপর আকর্ষণ অর্থাৎ গুরু রীণা জানার এককে নৃত্য উপস্থাপনা। তিনি পরিবেশন করেন "পল্লবী", যেটি ছিল দক্ষিণ ভারতীয় রাগ সিমেন্দ্রমধ্যম ও তাল একতালি আধারে।

'স্বয়মাগতা' সম্মাননা ও পত্রিকা প্রকাশ

'স্বয়মাগতা' পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল গত ৬ এপ্রিল স্বপ্না সভাঘরে। প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নমিতা চৌধুরী, কবি ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ কওসর জামাল, কথাকার কঙ্কাবতী দত্ত, প্রাবন্ধিক গৌতম মিত্র ।

এবছর 'স্বয়মাগতা সম্মাননা ১৪৩১' প্রদান করা হল বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তীকে। মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন সুমিতা চক্রবর্তী।

এই অনুষ্ঠানে কবিতাপাঠ করেন চিত্রা লাহিড়ী, অরু চট্টোপাধ্যায়, বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু বিশ্বাস, প্রণবেশ সরকার, সৌমিত বসু প্রমুখ কবি। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন কবি মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়।

পূরবীর বসন্ত বন্দনা ২০২৫

পূরবী, সুচিত্রা মিত্র মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর সহযোগিতায়, ২০২৫ সালের ২৯শে মার্চ শান্তিনিকেতনের নব নালন্দা প্রাঙ্গণে "বসন্ত বন্দনা ২০২৫" শীর্ষক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শেষ বসন্তের মাধুরী উদযাপনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সত্র, পাঠভবন এবং সংগীত ভবন সহ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি পূরবী এবং সুচিত্রা মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করলেন।

অনুষ্ঠানটির প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বেদ গানের মাধ্যমে শুভারম্ভ করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়, ড. মিনাক্ষী সিংহ। প্রভাতী অনুষ্ঠানে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবেশনা: আকাশ আমায় ভরল আলোয় (অমৃতা মুখোপাধ্যায়), তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে (জয়ন্তী শেঠ), আমার মল্লিকাবনে (সংযুক্তা বিশ্বাস), বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল - শুভঙ্কর মন্ডল (বিশ্ব ভারতী), এছাড়া শিক্ষাসত্র, পাঠ ভবন ও সঙ্গীত ভবনের পরিবেশনা। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা যথাক্রমে মম অন্তর উদাসে , দিন পরে যায় দিন (মন্দিরা মুখোপাধ্যায়), নিবিড় অমা তিমির হতে (অর্ণবনীল মুখোপাধ্যায়), বিরহ মধুর হল আজি (অর্চিতা ঘোষ), আজি দক্ষিণপবনে (মৃণাল চৌধুরী), আমার জীর্ণপাতা— মানিনী মুখোপাধ্যায়, ড. অর্পিতা দত্ত (বিশ্ব ভারতী)। প্রকাশিত হলো "সুচিত্রার শান্তিনিকেতনের দিনলিপি" স্মরণিকা। রচনা করেছেন: ড. মীনাক্ষী সিংহ, এর আবরণ উন্মোচন করেন শর্মিলা রায় প্রোমো।

বসন্তের নৃত্যালোকে

বসন্ত নামটার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পুনর্জন্ম বা নতুন শুরুর আভাস। আর এই নতুনের টানেই নতুনপাড়া(বেহালা) কল্যাণ সংঘের মাঠে হয়ে গেল এক আনন্দ নৃত্যের সম্মেলন। নৃত্যচর্চা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মালশ্রী ও নতুনপাড়া কল্যান সংঘ-এর যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের ১৫টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অংশ নেয় এই সম্মেলনে। ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় একে একে কেন্দ্রগুলির শিল্পীদের সুন্দর উপস্থাপনা এক উজ্জ্বল বাসন্তী আবহ তৈরি করে।

এদিন এই মঞ্চে বিভিন্ন সময় উপস্থিত ও সংবর্ধিত হন কল্যাণ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সভাপতি বলাই সরকার, সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, শেখ জাহিরুদ্দিন সহ পলি গুহ, শুভাশীষ ভট্টাচার্য, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, ড. পুস্পিতা মুখার্জি, কৌশিক চক্রবর্তীর মত নৃত্যজগতের বহু বিশিষ্টজন। অংশগ্রহণকারী সমস্ত কলাকুশলীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মালশ্রীর দুই আধিকারিক সম্পিতা চট্টোপাধ্যায় ও ড. অর্পিতা ভেঙ্কটেশ। আলো থেকে শব্দ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এদিন সায়নী দাসের সঞ্চালনাও প্রশংসার দাবি রাখে।

জেলার নৃত্য শিল্পীদের প্রদর্শনী

সম্প্রতি শহরে হয়ে গেল নটরাজ নৃত্য মহোৎসবের তৃতীয় সংস্করণ। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ বাঙলার প্রতিভাবান শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীদের মঞ্চ প্রদান করা, যারা সাধারণত শহরে নৃত্য পরিবেশনা করার সুযোগ পান না। এই মহোৎসবটি ছিল নানা জেলা ও গ্রাম থেকে আসা শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীদের এক অনন্য প্রদর্শনী। নতুন জলপাইগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, হুগলি সহ বিভিন্ন এলাকায় থেকে শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এটি স্থানীয় প্রতিভা সঠিক মঞ্চে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যজগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যেমন ভারতনাট্যম গুরু খগেন্দ্রনাথ বর্মণ, ড. অর্কদেব ভট্টাচার্য, কর্ণাটক থেকে কুমার করিয়াপ্পা, খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী মালবিকা সেন, উৎপল কুণ্ডু এবং ওড়িশি নৃত্যশিল্পী শিব নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।